এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ পৌর এলাকার মুরারীদহ গ্রামের শিপনের পানের বরজ রাতের আধারে ঘাস পোড়ানো ঔষুধ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (২৭জুলাই) রাতে এক বিঘা জমির পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো কে বা কেহারা! এ ব্যাপারে সখি খাতুন ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেছে।

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো শুত্রুতা করে। মানুষ মরে গেলেও এমন কান্না দেখা যায়না। কান্না যেন থমাছেই না তাদের। একটি এতিম পরিবারের ৮ জনের খাবার দেবে কে? একটি পানের বরজ পোড়ানো মানে একটি পরিবার শেষ করে দেওয়া।

বরজের মালিক শিপন জানান, মাঠে পানের বরজে গিয়ে দেখতে পায় ঘাস পোড়া কীটনাশক ব্যবহার করে পান নষ্ট করে দিয়েছে। আমার এক বিঘা জমি ধরন্ত পান ছিলো। যা সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে। এতে আমার ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। যা পোষাবার নয়। আমার বড় ভাই ৪ বছর আগে মারা গেছে। তাদের দুইটি মেয়ে ও আমার ভাবী আছে। অসুস্থ মা-বাবা আছে। আমার সন্তানসহ স্ত্রী রয়েছে। এই পানের বরজ দিয়ে ৮জন লোকের মুখের ভাত যোগাড় করতাম। এখন আমার এই পরিবারের সকল সদস্যের মুখের ভাত বন্ধ হয়ে গেলো। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে এর সুষ্ঠু বিচার কামনা করেন।

মহেশপুরে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সকালের ভাত খাওয়া নিয়ে তর্ক বিতর্কের জের ধরে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন হয়েছে। সোমবার (২৮ জুলাই) উপজেলার পলিয়ানপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে ।

নিহত জামাল হোসেন (২১) একই উপজেলার কাজিরবেড় ইউনিয়নের পলিয়ানপুর

গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে। স্থানীয় ইউপি সদস্য হযরত আলী জানান, সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভাত খাওয়া নিয়ে বড় ভাই উজ্জল হোসেনের সঙ্গে বিকর্তে জড়ায় ছোট ভাই জামাল। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উজ্জলের হাতে থাকা পিয়ারা কাটা ছুরি দিয়ে জামালের পেটে আঘাত করে।

এতে তিনি গুরুতর আহাত হন। খবর নিশ্চিত করে মহেশপুর থানার ওসি সাজ্জাদ হোসেন জানান, সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভাত খাওয়ার মতো অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বড় ভাই উজ্জল হোসেনের সঙ্গে ছোট ভাই জামালের তর্কবিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে উজ্জলের হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে ছোট ভাই জামালের পেটে আঘাত করে।

এতে তিনি গুরুতর আহত হন। জামালকে উদ্ধার করে নিকটস্থ ভৈরব বাজারের একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে।

ওসি আরো জানান, নিহত জামালের বড় ভাই উজ্জল একজন ঝালমুড়ি ও পেয়ারা বিক্রেতা। তার হাতে সব সময় ধারালো ছুরি থাকতো। সেই ছুরি দিয়েই আঘাত করেছে। ঘটনার পরপরই উজ্জল পালিয়ে গেছেন। বেলা ৩টার দিকে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

ঝিনাইদহে ত্রিশ গ্রামের দশ হাজার হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে গেছে

প্রথম দর্শনে মনে হবে এযেন এক মহাসমুদ্র। চারিদিকে পানি থৈ থৈ করছে। মাঠের পর মাঠ কৃষকের ফসলী জমি ডুবে আছে। কৃষকের রোপনকৃত হাজার হাজার হেক্টর জমির ধান ক্ষেত পানির নিচে। এ অবস্থায় কৃষকের আহাজারী দিনকে দিন বাড়লেও পানি নিষ্কাশনের কোন উপায় নেই।

সরজমিন দেখা গেছে, ঝিনাইদহের সদর উপজেলার সাধুহাটী ও মধুহাটী ইউনিয়নে বিএডসির খননকৃত খালগুলো ভরাট হওয়ায় তা এখন কৃষকের গলার

কাঁটা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পানি প্রবাহ না থাকায় মাঠের পর মাঠ ডুুবে আছে। এতে ওই এলাকার ত্রিশ গ্রামের কৃষক পড়েছে বিপাকে।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, সাধুহাটি ইউনিয়নের বংকিরা, রাঙ্গিয়ারপোতা, ডাকবাংলা, গোবিন্দপুর, ভুলটিয়া, মামুনশিয়া, চোরকোল, ওয়াড়িয়া, জীবনে, মাটিকুমরা, পোতাহাটি, মধুহাটী ইউনিয়নের শ্রীপুর, পয়াদপুর, বেড়াশূলা, জিয়ালা, বেজিমারা, ছয়ঘরিয়া, যাদবপুর, গোপালপুর, শ্যামনগর, সাগান্না ইউনিয়নের নাথকুন্ডু, ডহরপুকুর, বাথপুকুর, সাহেবনগর, এছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলার শরৎগঞ্জ, আসাননগর, দশমাইল, নবিননগর, ছাইভাঙ্গা, দোবিলা গ্রামের মাঠে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকার কৃষকদের ভাষ্য বংকিরা গ্রামের কাজলের খাল, পয়াদপুর খাল এবং মামুনশিয়া খাল দীর্ঘদিন খনন না করায় পানি নিষ্কাশন হচ্ছে না। ফলে গত ৪/৫ বছর ধরে কৃষকরা সঠিকভাবে ফসল ফলাতে পারছে না। এ বছর টানা বৃষ্টিতে মাঠের পানি গ্রামের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বংকিরা গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে তারা বিএডিসি ঝিনাইদহ দপ্তরে যোগাযোগ করলে কর্মকর্তারা সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং ভরাট হওয়া খাল খনন করা হবে বলে জানান। কিন্তু তারা আশার বানী শোনালেও কোন কাজ হয়নি। কৃষকের জীবন মান উন্নয়নের জন্য বংকিরা গ্রামের কাজলের খাল, মামুনশিয়া খাল এবং পয়াদপুর খাল খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী বলেও ওই কৃষক জানান।

রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের কৃষক আব্দুল হাকিম জানান, ১০ গ্রামের পানি কাজল খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই পানি ভেদড়ির বিল হয়ে মামুনশিয়া খাল দিয়ে পয়াদপুর খালের মাধ্যমে চিত্রা নদীতে পড়ে। কিন্তু উৎস্যমুখ কাজলের খাল ভরাট হয়ে কচুরিপনায় ছেয়ে গেছে। ফলে পানি বের হতে পারছে না। এতে বংকিরা, গোবিন্দপুর, মোহাম্মদপুর, আসাননগর, মামুনশিয়া ও চুয়াডাঙ্গার জীবনা গ্রামের পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম মনসাদ জানান, জলাবদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরে তারা এলাকার খালগুলো খননের জন্য বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীর কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনো তিনি দৃশ্যমান কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেননি। এলাকাবাসি দ্রুত খালগুলো সংস্কার করে কৃষকদের জনদুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষার দাবী জানান।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ বিএডিসির (সেচ) সহকারী প্রকৌশলী সৌরভ কুমার বিশ^◌াস জানান, কৃষকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি সরজমিন পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে মাঠের পর মাঠ পানিতে ডুবে আছে। পানি বের হতে পারছে না। তিনি এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। আশা করা যায় দ্রুত বিষয়টি সমাধান করতে পারবো।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা ও পলিথিন নিষিদ্ধের অভিযান

জুলাইয়ের চেতনাতে জাগ্রত করে তুলতে ঝিনাইদহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পলিথিন নিষিদ্ধ অভিযান শুরু করেছে শিক্ষার্থীরা।

সোমবার সকালে শহরের দেবদারু এভিনিউতে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়। এতে অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৫ জন শিক্ষার্থী। ঝাড়ু, বেলচা, কোদাল হাতে নিয়ে বিভিন্ন সড়ক, বসার স্থান ও স্থাপনা পরিস্কার করে তারা।

পরিচ্ছন্ন অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী ইলমা খাতুন জানায়, শিক্ষার্থীরা জানায়, জেলা পরিষদের সহযোগীতায় তারা ‘স্বচ্ছ শহর সজাগ ইতিহাস’ কর্মসূচীর উপর কাজ করছে। আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচী। এতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ সড়ক, স্থাপনা, স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। পাশাপাশি পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে সকলকে আহ্বান জানানো হবে। পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানান আয়োজকরা।

শিক্ষার্থী ইলমা বলেন, “পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয়। পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তোলার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।” এই কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু শহর পরিস্কার নয়, বরং পরিবেশ সচেতনতা ও নাগরিক দায়িত্ববোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই।

হরিণাকুণ্ডুতে গাছের চারা রোপন ও বিতরণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন ও বিতরণ করা হয়েছে।

রোববার সকালে হরিণাকুন্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের সোনাতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ বৃক্ষ রোপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কেসি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও জেলা ছাত্রদলের সদস্য আব্দুল সালাম।

সেসময় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন, সহকারী প্রধান শিক্ষক নিজাম উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, শহিদুল ইসলাম, কেসি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জীবন মিয়া ছাত্রদল নেতা এনামুল হকসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে বিদ্যালয়ের ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আব্দুল সালাম বলেন,“গাছ আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ”। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের সবাইকে গাছ লাগাতে হবে। প্রতিটি মানুষ যদি অন্তত একটি করে গাছ রোপণ করে, তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে। নতুন প্রজন্মকে ছোটবেলা থেকেই গাছপালার গুরুত্ব বোঝাতে হবে, যেন তারা পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

ঝিনাইদহে জুলাই পুনর্জাগরণে লাখো কন্ঠে শপথ পাঠ

ঝিনাইদহে জুলাই পুনর্জাগরণে সমাজ গঠনে লাখো কন্ঠে শপথ পাঠ

অনুষ্ঠান ও সেবা মেলায় বিভিন্ন স্টলে সেবা প্রদান করা হয়।

শনিবার জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ শপথ অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরা, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়ুব হোসেন, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো: আব্দুল কাদের, সমাজ সেবা কর্মকর্তা মমিনুর রহমান, হাসানুজ্জামান, সদর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিক, শহর সমাজ কর্মকর্তা আফাজ উদ্দীন, হাসপাতাল সমাজ সেবা কর্মকর্তা মুরাদ হোসেন, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রোমেনা বেগম, গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক চন্দন বসু মুক্ত,ডাক্তার সাদিফ ইয়ামিন রাহাত, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার উপ-পরিচালক শাহনুর রেজা, প্রকল্প কর্মকর্তা পৃথা মন্ডলসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে স্টল ঘুরে সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করেন।

এমবিবিএস ডাক্তার দারা ডায়বেটিস ফ্রি পরীক্ষা করা হয়, ৫০ বতল স্যানিটাইজার বিতরন, ৫০টি মশারী বিতরন, বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ, ৫০টি ছাতা বিতরণ, ১০ প্যাকেট মাক্স বিতরণ, ডিজিটাল মিটারে ওজন মাপা, প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার (ঠেলাগাড়ি) বিতরণ সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়।

মহেশপুর সীমান্তে প্রায় ছয়

কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪ কেজি ২০৩.১১ গ্রাম ওজনের ৩১টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বিজিবি।

শনিবার (২৬ জুলাই) মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) উপ-অধিনায়ক আবু হানিফ মোঃ সিহানুক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান আজ সকালে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮বিজিবি)’র অধীনস্থ কুমিল্লাপাড়া বিওপি’র টহল দল কর্তৃক মেইন পিলার ৬০/৭০-আর হতে ৩০০ মিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একজন স্বর্ণ বহনকারী ব্যক্তিকে বৃষ্টির মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণ নিয়ে যাওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ করা হলে ৩ টি পোটলা ফেলে দৌড়ে ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে পোটলা ৩টি কুমিল্লাপাড়া বিওপি’তে নিয়ে আসা হয় এবং খোলার পর সর্বমোট ৩১ টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায় যার ওজন ৪ কেজি ২০৩.১১গ্রাম। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের সর্বমোট সিজার মূল্য ৫,৮৩,০৩,৬১৮.০০ (পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ তিন হাজার ছয়শত আঠারো) টাকা।

জব্দকৃত স্বর্ণের বার সমূহ মহেশপুর থানায় জব্দ তালিকা তৈরির মাধ্যমে সরকারি জেলা কোষাগারে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ্রাহকের নামে হয়রানী মামলার অভিযোগ বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে লোন নেওয়ার সময় ব্যাংকে জমা দেওয়া চেক চুরি করে মামলা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী এক দম্পতি।

আজ শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন করে মহেশপুর উপজেলার ভুক্তভোগী ইয়াসমিন আক্তার ও তার স্বামী শফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী ইয়াসমিন আক্তার অভিযোগ করে বলেন, মহেশপুর পশু হাসপাতাল রোডে সালিম ট্রেডার্স নামে আমার একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিলো। ব্যবসা সম্প্রসারণ করার জন্য বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক পি এল সি ঝিনাইদহ শাখায় থেকে ২০১৫ সালে জমির দলিল, বিভিন্ন কাগজপত্র ও ৩৭ টি স্বাক্ষর করা ফাঁকা চেক (যার সিরিয়াল নাম্বার ০৭৫১৩৯৯ হতে ০৭৫১৪৩৫) জমা দিয়ে ১৮ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করি।

ঋণ গ্রহণের পর হতে তিন বছরের মধ্যে ৩৬টা কিস্তির মাধ্যমে ৬১ হাজার ৫’শ ৬০টাকা করে প্রদান করার জন্য বলা হয়। সে মোতাবেক আমি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পি এল সি ঝিনাইদহ শাখায় ০৭৫১৩৮৬ হতে ০৭৫১৩৯৮ মোট ১৩টি চেকের পাতা ব্যবহার করি। আমার জমা দেওয়া সকল চেক ব্যাংকের ভল্টে জমা আছে।

ইয়াসমিন আক্তার অভিযোগ করে আরও বলেন, ব্যাংকের কাছে রক্ষিত থাকা অবস্থায় ০৭৫১৪৩৪ চেকের পাতা দিয়ে জালিয়াতি চক্রের সদস্য কোটচাঁদপুর শহরের আদর্শ পাড়ার আবু জাফরের ছেলে আলমগীর হোসেন নামের এক ব্যক্তি আমার কাছে ৯৭ লক্ষ টাকা পাবে দাবী করে ঝিনাইদহ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে। যার সি আর নাম্বার ২৩৯/২৫। কিন্তু এই চেকের পাতাটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএল সি ঝিনাইদহ শাখায় জমা রেখেছি তাহলে এই চেকের পাতাটি কোথা থেকে এলো তার কাছে।

তিনি আরো বলেন, ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা জালিয়াত চক্রের সাথে যোগসাজস করে গ্রাহককে ফাঁদে ফেলে টাকা লুট করে নিচ্ছে বলে আমি জানতে পেরেছি। এ চক্রের সাথে ব্যাংক কর্মকর্তারা জড়িত বলে আমার সন্দেহ। আমি এর প্রতিকার চেয়ে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, দূদক ও বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠি দিয়েছি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষসহ জালিয়াতি চক্রের সদস্যদের আইনের আওতায় আনার জোর দাবি করছি। এদিকে একটি সুত্র জানিয়েছে গ্রাহকের চেক জালিয়াতি করার কারণে আলমগীর হোসেন একটি মামলায় তিন মাস কারাভোগ করে এসেছে।

এ ব্যাপারে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ঝিনাইদহ শাখার ম্যানেজার মোঃ রকিবুজ্জামান এর মুঠো ফোনে কয়েকবার ফোন দিলে তিনি রিসিভ

না করার কারণে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমার কাছে ব্যাংক ম্যানেজার একটি লোন সংক্রান্ত ব্যাপারে জিডি করার জন্য এসেছিলো। সেখানে তাদের কথা বার্তা শুনেছিলাম। যেহেতু আদালতে মামলা হয়েছে সে কারণে আমি কোন পরামর্শ দেয়নি।

ঝিনাইদহে ব্যাবসায়ী সুদীপ হত্যার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে গড়িমিসি’র অভিযোগ

ঝিনাইদহের ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ও সন্দেহের দানা বাঁধছে। ঘটনার ২০ দিন পার হলেও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার বন্ধুমহল ও স্বজনরা।
বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী সুদীপের মৃত্যুকে ‘সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ দাবি করে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বন্ধু সওগাতুল ইসলাম হিমেল।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির লোভে গত ৫ জুলাই রাতে সুদীপকে তার সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার হত্যা করে। এরপর বিষয়টি আত্মহত্যা বলে প্রচার করতে থাকে।
লিখিত বক্তব্যে হিমেল আরো বলেন, মরদেহে মাথা, পিঠ ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা আত্মহত্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মৃত্যুর পর তার পিতা সুনীল জোয়ারদার, সৎ মা ও সৎ ভাই তাড়াহুড়া করে লাশ দাহ করার চেষ্টা করেন।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মৃত্যুর আগে দীর্ঘদিন সুদীপ পারিবারিকভাবে অবহেলা ও মানসিক নির্যাতনের শিকার ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নিয়েও তাকে মাত্র ১৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে হতো।
সংবাদ সম্মেলনে ময়না তদন্তের রিপোর্ট ২০ দিনেও না আসায় তদন্তের

গতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার বন্ধুরা আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশের দাবি জানিয়ে জানান, বত্যয় ঘটলে তারা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।
এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সুদীপ জোয়ার্দারের মামা প্রভাত রায়, ফুপা দেব প্রসাদ রায়, বন্ধু মহলের আবিদ হাসান নয়ন, বাদশা বুলবুল, ফাহাদ মাহমুদ, মেহেদী হাসান, শোভন সাহা, আব্দুল্লাহ আল নোমান, এম এম মনিরুজ্জামান, সামিউল হক ও স্বাধীন রহমানসহ প্রতিবেশিরা
উল্লেখ্য ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের রহস্যজনক মৃত্যুর পর ঝিনাইদহ ও ঢাকায় একাধিক মানববন্ধন, বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়। এ ঘটনার পর থেকে সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহে ট্রাক চাপায় স্কুল শিক্ষিকা নিহত

ঝিনাইদহের ভাটই বাজারে ট্রাক চাপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা নাসরিন সুলতানা নিহত হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় ভাটই আখ সেন্টারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাসরিন সুলতানা হরিণাকুন্ডুর দুর্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ও কন্যাদাহ মনির উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আমিরুল ইসলাম জীবনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, ভাটই বাজার থেকে বাজার করে নাসরিন সুলতানা ও তার স্বামী আমিরুল মোটর সাইকেল যোগে বাড়ী ঝিনাইদহের দিকে ফিরছিলো। পথিমধ্যে ভাটই আখ সেন্টারের সামনে পৌছালে পিছন দিক থেকে একটি বালিবোঝাই ট্রাক তাকে ধাক্কায় দেই। এসময় সে মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ঐ ট্রাকের চাকার নিচেই পড়ে পৃষ্ট হয়ে যায়। এতে তার শরীরের উপরের অংশ ছিন্নবিন্ন হয়ে ঘটনা স্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নাসরিন সুলতানা দুই সন্তানের জননী। বড় মেয়ে এবছর এইচএসসি পরীক্ষা

দিচ্ছে এবং ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। তার মৃত্যু সংবাদে পরিবার এবং সহকর্মীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যঞ্জয় বিশ্বাস দূর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।